



আদিবাসী সমাজ ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিচয়

Kartick Ch. Paik¹ & Dr. Syamaprosad Datta²

1. Ph.D Scholar, Seacom Skills University
2. Supervisor, Seacom Skills University

Abstract:

ভারতের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ হলো উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। মোট জনসংখ্যার শতকরা 5 শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়। যদিও এই সম্প্রদায়কে কেউ আদিবাসী, কেউ আদিম জাতি, কেউ গিরিজান প্রভৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন। ভারতের সংবিধানে এরা উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে বহুকাল ধরে লেখা হয়েছে অজস্র বই পত্র পত্রিকা। এটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে শহরে অভিজাত মানুষের ধারণা খুব উন্নত যে তা নয় আমরা নিজেদের ছোট জ্ঞান থেকে বুঝতে পারি। শিক্ষিত সুশীলসমাজ আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে বহুকাল ধরে লেখা হয়েছে অজস্র বই পত্র পত্রিকা। এটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে শহরে অভিজাত মানুষের ধারণা খুব উন্নত যে তা নয় আমরা নিজেদের ছোট জ্ঞান থেকে বুঝতে পারি। শিক্ষিত সুশীলসমাজ আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সময়ে হয় করতে পিছুপা হয়না এর উদাহরণ আমরা ইতিহাসে পেয়ে থাকি। আদিবাসী মানে এদের চোখে বর্বর, অসভ্য, নরখাদক, জংলি এক আদিম সম্প্রদায়। দীর্ঘকাল ধরে নানান অজুহাতে এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, ব্যবধান করা হয়েছে তাদের সঙ্গে মূল সমাজব্যবস্থার। ইংরেজ শাসনের পূর্ব থেকে আদিবাসী সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের বুকে বসবাস করেছে মিলেমিশে। মিশে গেছে তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে।

Keywords: উপজাতি সম্প্রদায়, আদিবাসী, আদিম জাতি, উত্তর 24 পরগণা জেলা, সমাজব্যবস্থা।

ভূমিকা:

ভারতের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ হলো উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। মোট জনসংখ্যার শতকরা 5 শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়। যদিও এই সম্প্রদায়কে কেউ আদিবাসী, কেউ আদিম জাতি, কেউ গিরিজান প্রভৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন। ভারতের সংবিধানে এরা উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে বহুকাল ধরে লেখা হয়েছে অজস্র বই পত্র পত্রিকা। এটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে শহরে অভিজাত মানুষের ধারণা খুব উন্নত যে তা নয় আমরা নিজেদের ছোট জ্ঞান থেকে বুঝতে পারি। শিক্ষিত সুশীলসমাজ আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে বহুকাল ধরে লেখা হয়েছে অজস্র বই পত্র পত্রিকা। এটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে শহরে অভিজাত মানুষের ধারণা খুব উন্নত যে তা নয় আমরা নিজেদের ছোট জ্ঞান থেকে বুঝতে পারি। শিক্ষিত সুশীলসমাজ আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সময়ে হয় করতে পিছুপা হয়না এর উদাহরণ আমরা ইতিহাসে পেয়ে

থাকি। আদিবাসী মানে এদের চোখে বর্বর, অসভ্য, নরখাদক, জংলি এক আদিম সম্প্রদায়। দীর্ঘকাল ধরে নানান অজুহাতে এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, ব্যবধান করা হয়েছে তাদের সঙ্গে মূল সমাজব্যবস্থার। ইংরেজ শাসনের পূর্ব থেকে আদিবাসী সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের বুকো বসবাস করেছে মিলেমিশে। মিশে গেছে তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে।

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের আদিবাসীদের একটা সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়। তবে সব রাজ্যে আদিবাসীদের আনুপাতিক হার সমান নয়। যেমন অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড এই কটি রাজ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আদিবাসীদের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশি। আবার অন্যদিকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধপ্রদেশে উপজাতিদের আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্য। তবে পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার প্রায় 6 শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়। এই উপজাতি মানুষরা নিজের নিজের বসবাসকারী রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যুগ যুগ ধরে এই মানুষগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে হোক বা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে হোক বা জাতিসত্তার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা সময়ে বিদ্রোহ লক্ষ্য করা গেছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নানান কারণে বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে নানা ক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায় অবহেলিত হয়ে চলেছে তা নিয়ে একটা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আদিবাসী সমাজ অন্যান্য সম্প্রদায়কে জমিদার হিসাবে, দালাল হিসেবে, মহাজন হিসাবে, আমলা হিসেবে দেখেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের চোখে আদিবাসী সম্প্রদায় যেন একটা দেহ পণ্য। তাদের ঋণের জালে বন্দি করে জমি কেড়ে নেওয়া যায়, প্রতিবাদ করলে সহজে দমন করা যায়, ব্যঙ্গ করা যায়, উপহাস করা যায়, তিরস্কার করা যায়, এমন ভাবে দিনের পর দিন আদিবাসীদের সম্পর্কে সমাজের একটা বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে ধারণা গড়ে উঠেছে। এই সমাজেরই নারীরা কি অবস্থায় রয়েছে সেটা নিয়েও বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন উঠেছে। আদিবাসী মেয়েরা অ-আদিবাসী মেয়েদের তুলনায় বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে, সেটা সাহিত্য চলচ্চিত্র পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আদিবাসী নারী অনেক সময় তারা বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির অধিকারী। সমাজ স্থিতিশীল নয় তাই আদিবাসী সমাজের নারীরা ও দিনে দিনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরের অন্তরালে লুকিয়ে আছে হিংসার প্রয়োগ, আবার কোথাও লুকিয়ে আছে চরম অসহায়তা। শিকার খাদ্য সংগ্রহকারী সম্প্রদায় ও জুম চাষের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়গুলোর অস্তিত্ব ও বিপন্ন অর্থনৈতিক সংকট বহন করতে হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদের। কারণ আদিবাসী সম্প্রদায় আজও অধিকাংশ অরণ্য অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। আদিবাসী মেয়েদের স্বাধীনতার কথা লোকমুখে শোনা গেলেও আদৌ সত্য নয়। স্বাধীনতার মানদণ্ড হিসেবে কন্যা পণপ্রথার মেনে নেওয়াটা একটা ভুল ধারণার জন্ম দেয়।

ইংরেজ আমলে আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে বহু ইংরেজ আমলারা লিখেছেন কিন্তু সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী আন্দোলন। আদিবাসী মেয়েরা সেখানে উপেক্ষিত। আদিবাসী আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকাও অনেকটাই রয়েছে। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে যে সমস্ত আন্দোলন ছিল সহিংস তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল, বিদ্রোহ মুন্ডা, খন্দ বিদ্রোহ, কয়া বিদ্রোহ।

আমার আলোচ্য বিষয় উত্তর 24 পরগণা জেলার আদিবাসী সংস্কৃতির রূপান্তর। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেবলমাত্র উত্তর 24 পরগণা জেলার আদিবাসী সংস্কৃতির রূপান্তর কেন? আমরা জানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করছে। তাই সেই রাজ্যের সঙ্গে আদিবাসীদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। আমার মনে হয় কোন বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গেলেই তিনটে দাবি পূরণ করা প্রয়োজন স্থান-কাল-পাত্র। আদিবাসী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলো অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ আদিবাসী মাত্রই যে এলাকায় তারা বসবাস করে সেই স্থানীয় এলাকার ভাষা, কৃষ্টি, ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে। যাকে আমরা এক কথায় আদিবাসী সংস্কৃতি বলে থাকি। আমরা এটাও বলতে পারি সমতলের আদিবাসী, জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসী, পাহাড়ে বসবাস করা আদিবাসী কিংবা দ্বীপে বসবাস করা আদিবাসীদের সংস্কৃতি ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই এখানে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্থানকে জানা খুব জরুরী। তাই বৃহত্তর এলাকার প্রেক্ষিতে এটা জানা কঠিন। তাই আমি আমার নিজের জেলা উত্তর 24 পরগণা আদিবাসী সংস্কৃতি রূপান্তর নিয়ে গবেষণা করতে চেয়েছি।

আদিবাসী অর্থে আমরা কাদের বুঝি তা নিয়ে ইতিহাসে অনেক প্রশ্ন লক্ষ্য করা যায়। মূলত ভারতের প্রথম অধিবাসী যারা তাদের উত্তরসূরিদের আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও আদিবাসী বিতর্ক নিয়ে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। তবে আদিবাসী বোঝাতে একটা সুসংবদ্ধ আদিম জাতিকে বোঝায়। তারা বিরাট এক গোষ্ঠী নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, অথবা কোথাও কোথাও নিবিড় জনগোষ্ঠীর সাথে শামিল হতে লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সংস্কৃতি দিনের-পর-দিন বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে সেটা লক্ষ্য করা যায়। যদি ধরা যায় পেশাগত দিক তাহলে দেখা যাবে যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ আদিতে মূলত শিকারী কে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। আজকে বর্তমান সময়ে আদিবাসীদের বৃহত্তর একটা অংশ এই পেশা থেকে সরে এসে তারা সরকারি চাকরির মত প্রেসার দিকে ঝুঁকিয়ে শিক্ষার প্রতি অনীহা দূর করে শিক্ষার প্রতি ইচ্ছা লক্ষ্য করা গেছে। সে ক্ষেত্রে সরকারি কিছু প্রকল্প মিড-ডে-মিল, সবুজসার্থী, কন্যাশ্রী, প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট আগ্রহী করে তুলেছে বলে মনে হয়। শিক্ষা এবং কর্মের উন্নতির সূত্র ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। সংস্কৃতির রূপান্তরের ফলে তাদের মধ্যে রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমদিকে আদিবাসীদের অরণ্যের সন্তান হিসেবে আমরা লক্ষ্য করলেও বর্তমানে আদিবাসীদের অনেকেই সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে বসবাস করছে। শিকারি জীবন ত্যাগ করে তারা কৃষিকাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, শ্রমিকের কাজ, রিকশাচালক, ট্রেনে হকার এবং পশু পালনের কাজেও তারা নিযুক্ত হয়েছে।

ভারতের আদিবাসী সমাজ কে নানা ভাষায় আখ্যায়িত করা হয় যেমন পাহাড়িয়া, জংলি, বুনো ইত্যাদি কিন্তু তাদের যে একটা সংস্কৃতি আছে সে সম্বন্ধে কোনো আধুনিক ভারতীয়রা মত পোষণ করেন না। সে সম্পর্কে তারা খোঁজ রাখেন না। যদি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে আধুনিক ভারতীয় সমাজের মত আদিবাসী সমাজের মধ্যে ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন পরিবর্তন হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। কোথাও প্রাচীন ব্যবস্থা অচল হয়ে আছে আবার কোথাও নিজস্ব সংস্কৃতিকে হারিয়ে আগের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে আবার কোথাও আধুনিক যুগের সঙ্গে তারা কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা নতুন পরিবর্তন করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের আদিবাসীদের জনসংখ্যা আড়াই কোটি শতাংশের বিচারে সাড়ে ছয় হতে পারে বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় মহারাষ্ট্রের বোম্বাইতে আদিবাসীদের মোট শতাংশের বিচারে 7 এর উপরে। 1900 সালে দুর্ভিক্ষের কারণে হাজার হাজার আদিবাসীরা কোলাবা পাঁচ মহল গুজরাট নাসিক ও খান্দেশ থানা প্রভৃতি অঞ্চল ত্যাগ করে মরু অঞ্চল খর ও পার্কারে চলে যেতে বাধ্য হয়। 1941 সালের সেনসাস রিপোর্টে একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে 5 জন হল আদিবাসী। আবার এই আদিবাসীদের জনসংখ্যার কুড়ি ভাগের এক ভাগ হলো খ্রিস্টান। খ্রিস্টান ছাড়া বাকি সমস্ত আদিবাসীরাই বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে। আবার এই দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মাঝামাঝি অবস্থানে আছে কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়।

1991 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উত্তর 24 পরগণা জেলার মোট জনসংখ্যা 7281881 জন, তার মধ্যে আদিবাসী সংখ্যা 16 9831 জন, যা শতকরা 2.33 শতাংশ। উত্তর 24 পরগণা জেলার ব্লক গুলি হল- বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, হাবরা-১, হাবরা-২, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, বসিরহাট-১, বসিরহাট-২, হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, মিনাখা, হাড়োয়া, দেগঙ্গা, বারাসাত-১, বারাসাত-২, আমডাঙ্গা, ব্যারাকপুর-১, ব্যারাকপুর-২, রাজারহাট প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম ও বাসস্থান:

1976 সালের দি সিডিউল্ড কাস্টস এন্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস অর্ডার অ্যাক্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত 38 টি গোষ্ঠীকে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যথা-

১) গোষ্ঠী: অগুর। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর।

২) গোষ্ঠী: ওরাঁও। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, ও হুগলি জেলা।

৩) গোষ্ঠী: করমালি। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা।

- ৪) গোষ্ঠী: কিসান। বাসস্থান: দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলা।
- ৫) গোষ্ঠী: কোরওয়া। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা।
- ৬) গোষ্ঠী: কোড়া। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদাহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, ও হুগলি জেলা।
- ৭) গোষ্ঠী: খারওয়ার। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।
- ৮) গোষ্ঠী: খোন্দ। বাসস্থান: পশ্চিমবাংলার স্বল্প স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
- ৯) গোষ্ঠী: গরুতা। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা।
- ১০) গোষ্ঠী: গারো। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ১১) গোষ্ঠী: গোন্ড। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।
- ১২) গোষ্ঠী: চাকমা। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদা ও দার্জিলিং জেলা।
- ১৩) গোষ্ঠী: চিকবরৈক। বাসস্থান: দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।
- ১৪) গোষ্ঠী: চেরো। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।
- ১৫) গোষ্ঠী: নাগেসিয়া। বাসস্থান: কলকাতা দুই 24 পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও হাওড়া জেলা।
- ১৬) গোষ্ঠী: পারহাইয়া। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।
- ১৭) গোষ্ঠী: বীরজিয়া। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।
- ১৮) গোষ্ঠী: বিরহড়। বাসস্থান: পুরুলিয়া জেলা।
- ১৯) গোষ্ঠী: বেদিয়া। বাসস্থান: পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।
- ২০) গোষ্ঠী: বৈগা। বাসস্থান: পশ্চিমবঙ্গের অল্প অংশে।
- ২১) গোষ্ঠী: ভুটিয়া। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ২২) গোষ্ঠী: ভূমিজ। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, নদিয়া, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার।
- ২৩) গোষ্ঠী: মগ। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ২৪) গোষ্ঠী: মাল পাহাড়িয়া। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি দার্জিলিং, নদিয়া, বর্ধমান, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও হাওড়া জেলা।
- ২৫) গোষ্ঠী: মাহলি। বাসস্থান: পুরুলিয়া জেলা।

- ২৬) গোষ্ঠী: মাহালি। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ২৭) গোষ্ঠী: মুন্ডা। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ২৮) গোষ্ঠী: মেচা। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলা।
- ২৯) গোষ্ঠী: ভ্রা। বাসস্থান: দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলি জেলা।
- ৩০) গোষ্ঠী: রাতা। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা।
- ৩১) গোষ্ঠী: লেপচা। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ৩২) গোষ্ঠী: লোখা, খারিয়া। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, মালদা, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ৩৩) গোষ্ঠী: লোহার। বাসস্থান: পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া।
- ৩৪) গোষ্ঠী: শবর। বাসস্থান: পুরুলিয়া জেলা।
- ৩৫) গোষ্ঠী: শাওরিয়া। বাসস্থান: পুরুলিয়া জেলা।
- ৩৬) গোষ্ঠী: সাঁওতাল। বাসস্থান: কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ৩৭) গোষ্ঠী: হাজং। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।
- ৩৮) গোষ্ঠী: হো। বাসস্থান: কলকাতা, দুই 24 পরগণা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

৮. উপসংহার (Conclusion)

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রথাগত কাঠামো থেকে আধুনিক পেশাভিত্তিক রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও এই পরিবর্তনে তাদের জীবনের মান কিছুটা উন্নত হয়েছে, তবুও প্রথাগত সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐক্য ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

ভবিষ্যতে এই সমাজের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ—এই চারটি দিকের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

৯. প্রস্তাবনা (Recommendations)

১. সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।
২. আদিবাসী নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) কার্যক্রমে যুক্ত করা।

৩. শিক্ষার প্রসারে বৃত্তি ও হোস্টেল সুবিধা বাড়ানো।
৪. বনজ ও কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন।
৫. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠন।

তথ্যসূত্র (References):

- ১) “পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ” -ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে।
- ২) “ভারতের আদিবাসী”- সুবোধ ঘোষ।
- ৩) Census of India, 2011 & 2021 (Provisional Data)
- ৪) Government of West Bengal, Tribal Development Department Reports
- ৫) Roy, S. (2018). Socio-Economic Transformation Tribal Communities in Bengal.
- ৬) “পশ্চিমবঙ্গের দলিত ও আদিবাসী”- সন্তোষ রানা কুমার রানা।

Citation: Paik. K. C. & Datta. Dr. S., (2026) “আদিবাসী সমাজ ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিচয়”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-04, April-2026.